নারীর কাহিনির মধ্যে যথাযথ সংযোগ ঘটেনি। ফলে, উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা প্রমাণিত হয়নি। তৃতীয়ত, সৃষ্টিশীল কল্পনার একান্ত অভাব চরিত্রগুলির কোনোটাকেই স্মরণীয় করতে পারেনি। 'স্বর্ণলতা' বঙ্কিম-সমকালীন বাংলা সাহিত্যে শুধুমাত্র একটি পারিবারিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত হিসেবেই রয়ে গেছে।

প্রশ্ন ৯ **ছোটোগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করো। এর মূল বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলি উল্লেখ করো। দৃষ্টান্তসহ কয়েকটি ছোটোগল্পের পরিচয় দাও।**
অথবা, সংক্ষিপ্ত আলোচনা / টীকা লেখো— 'ছোটোগল্প'।
[ক. বি. '০৫, '১০]

উত্তর **ছোটোগল্প :** ছোটোগল্প প্রধানত বিশ শতকের সৃষ্টি। এর আগে সংস্কৃত সাহিত্যে বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র', নারায়ণশর্মার 'হিতোপদেশ', বৌদ্ধ সাহিত্যে 'জাতকের গল্প' ইত্যাদি গল্পকাহিনি প্রচলিত ছিল। 'Aesop's Fable'-এর গল্পগুলি, প্যারাবেল, বাইবেলের 'Prodigal Son' প্রভৃতি অংশের মধ্যেও ছোটোগল্পের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান ছোটোগল্পের ভাব, প্রকরণ, আঙ্গিক, রচনারীতি সবই আলাদা। সামাজিক, অর্থনৈতিক বিক্ষুব্ধ পরিবেশে শিল্পীর এক গভীর মনোযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ছোটোগল্পের আবির্ভাব। ইংরেজি ভাষায় ছোটোগল্পের আবির্ভাব লক্ষ করা যায় আমেরিকায়। এডগার এলান পো, হথর্ন প্রমুখ ছোটোগল্প রচনাকারের নাম প্রথমে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

সংজ্ঞা : সংজ্ঞার সাহায্যে ছোটোগল্পের স্বরূপ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে। বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক উইলিয়াম হেনরি হাডসন An Introduction to the Study of Literature গ্রন্থে ছোটোগল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে : "A short story must contain one and only informing idea, and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method"। এর পাশাপাশি, অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে প্রদত্ত ছোটোগল্পের সংজ্ঞাটিও স্মরণ করা যেতে পারে—"ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনি যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।' এই 'প্রতীতি'গত ঐক্য রক্ষা, ছোটোগল্প রচনার প্রধান লক্ষণ বলা চলে। অন্যদিকে 'বর্ষাযাপন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের প্রাণধর্ম সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন—

"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

বৈশিষ্ট্য :

১ **একটি মাত্র ভাব বা ঘটনা :** ছোটোগল্প একটি ভাব বা impression-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই ভাব বা ঘটনা আমাদের চেনা জগৎ থেকে গ্রহণ করা হয়। অবান্তর কাহিনির সমাবেশ ছোটোগল্পে বর্জনীয়। সমালোচক Hudson-এর মতে, "Singleness of aim and singleness of effect are ... the two great causes by which we have to accept the value of a short story as a piece of art"। কেবল মানবজীবন নিয়ে নয়, পশুদের জীবন নিয়েও ছোটোগল্প লেখা হতে পারে। যেমন, হাতিকে নিয়ে লেখা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী'।

২ **স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্য :** ছোটোগল্পের প্লট বা আখ্যান, স্থান-কাল এবং ঘটনার ঐক্য মেনে লেখা হয়। আদর্শ ছোটোগল্পে একটিমাত্র climax থাকে। তবে প্লট ছাড়াও যে ছোটোগল্প লেখা যায়, চেখেভের গল্পগুলিই তার প্রমাণ।

৩ **জীবনের খণ্ডচিত্র :** ছোটোগল্পের চরিত্রগুলি দু-একটি রেখায় বা ইঙ্গিতে আঁকা হয়। অল্প মাত্রায় তাদের নিজস্বতাও প্রকাশ পায়। তবে জীবনের একটা অংশই ছোটোগল্পে ধরা পড়ে। চরিত্রের পূর্ণ বিবর্তন দেখানোর সুযোগ এখানে নেই।

৪ **অতি-সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :** ছোটোগল্পের পরিসর ছোটো হওয়ায় বিস্তৃত বর্ণনা বা বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশের সুযোগ এখানে নেই। জীবনের বিচিত্র সম্ভার থেকে একটিমাত্র ঘটনা বা ভাব লেখক বেছে নেবেন। তবে লিরিকধর্মী ছোটোগল্পে মাঝে

Scanned with CamScanner

মাঝে দীর্ঘ বর্ণনা দেখা যায়। যেমন— রবীন্দ্রনাথের 'সুভা', 'একরাত্রি' ইত্যাদি।

৫ **সূচনা এবং সমাপ্তিতে নাটকীয়তা :** ছোটোগল্পের সূচনা এবং সমাপ্তি অংশটি নাটকীয় হতে হয়। আমেরিকান ছোটোগল্পের জনক এডগার অ্যালান পো-র মতে, ছোটোগল্পের আকস্মিক আরম্ভ-বাক্যটি যদি কোনোক্রমে পাঠক উপেক্ষা করে যায়, তবে সিঁড়ির প্রথম ধাপ থেকে হঠাৎ পা পিছলে যাওয়ার মতো তার অবস্থা হবে। তাই, ছোটোগল্পের আরম্ভ সবসময় ঘটনার মধ্যবর্তী বা চলমান মুহূর্ত থেকে বলা হবে। আবার, ছোটোগল্পের সমাপ্তিতেও আকস্মিকতা থাকবে এবং তা পাঠকমনে জিজ্ঞাসা জাগাবে। গল্প পড়ে পাঠকের মনে হবে 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'। অবশ্য, ছোটোগল্পের সমাপ্তি নিয়ে গল্পকারদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। কেউ কেউ পাঠককে চমকে দিয়ে গল্প শেষ করেন। ইংরেজিতে এর নাম 'Whip-Crack Ending'। যেমন—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী'। কিন্তু আন্তন চেকভ সমাপ্তিতে চমক সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন না।

৬ **ইঙ্গিতময়তা :** ছোটোগল্পের শিল্পসাফল্যের মূলে আছে ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষারীতি। বেশি কথা বলার সুযোগ ছোটোগল্পে না-থাকায় ছোটোগল্পকারকে শব্দসচেতন হতে হয়। ইঙ্গিত বা প্রতীকের সাহায্যে মূল ভাবটি প্রকাশ করাই তাঁর কাজ। স্বভাবতই শব্দচয়ন, উপমা-অলংকারের ব্যবহার বা ভাব-অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগের দিকে লক্ষ রাখতে হয়। তবে, যে-কোনো সার্থক শিল্পসফল ছোটোগল্প প্রধানত ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষার দ্বারাই পাঠকমনে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলে।

৭ **ধর্ম :** নীতি প্রচার করা ছোটোগল্পের লক্ষ্য নয়। বেশি পরিমাণে সংলাপ ব্যবহার এড়িয়ে চলাই ছোটোগল্পের ধর্ম।

৮ **বিষয়পরিধির বিস্তার :** H. Thomas এবং D. L. Thomas ছোটোগল্পের বিষয়পরিধি বিষয়ে বলেছেন, '...it is a form of literature which includes all other forms : poetry, drama, history, biography, science, sociology, politics, adventure, religion and art'। অর্থাৎ নানা বিষয় এবং ভাব নিয়েই ছোটোগল্প লেখা হতে পারে। যেমন— প্রেমবিষয়ক (রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'), সমাজবিষয়ক (শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ'), অতিপ্রাকৃত (রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে'), ঐতিহাসিক গল্প (শরদিন্দুর 'চুয়াচন্দন'), ডিটেকটিভ গল্প (শরদিন্দুর 'ব্যোমকেশের কাহিনী'), মনস্তাত্ত্বিক (বিমল করের 'সোপান'), বিদেশি পটভূমিকায় গল্প (প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'মাতৃহীন') ইত্যাদি।

কয়েকটি ছোটোগল্পের পরিচয় :

১ **'স্ত্রীর পত্র' :** রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি শিল্পসফল ছোটোগল্প—**'স্ত্রীর পত্র'**। গল্পটি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গল্পের প্রধান নারীচরিত্র মৃণাল। সে কলকাতার সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে, এক কঠিন শাসনে-ঘেরা প্রকাণ্ড যৌথ পরিবারের মেজ বউ হয়েছিল। কিন্তু, বড়োজা এবং তাঁর বোন বিন্দুর প্রতি পরিবারের কর্তাদের অবিচার দেখে সে রুখে দাঁড়ায়। বিন্দুকে তারা জোর করে বিয়ে দিয়ে পাগল স্বামীর ঘর করতে পাঠায়। অসহায় বিন্দু আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। মৃণাল সেই দুঃখে-প্রতিবাদে ঘর ছাড়ে। পুরীতে সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে সে উপলব্ধি করে, "এই জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ আছে।" প্রকৃতপক্ষে এই গল্প থেকেই আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে নারীস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সূচনা হয়।

২ **অতিথি :** প্রকৃতির পটে, মানুষের বন্ধনমুক্ত পরিচয়ের আর-একটি অসাধারণ ছোটোগল্প রবীন্দ্রনাথের **'অতিথি'**। এই গল্পের নায়ক কিশোর তারাপদ এক আশ্চর্য চরিত্র। সে গ্রামের এক গরিব পরিবারের সন্তান। সুদর্শন, মেধাবী, সকলের প্রিয়ভাজন। কিন্তু কোথাও সে বেশিদিন জড়িয়ে থাকে না। প্রথমে সে নিজের মা, ভাইদের ছেড়ে চলে যায়। তারপর গিয়ে ভেড়ে কখনও যাত্রাদলে, কখনও সাধুদের আখড়ায়। কিন্তু তার শান্ত স্নিগ্ধ ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করার পরেই, সে নিঃশব্দে একদিন সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। এইভাবে, সে একসময় কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবুর পরিবারে এসে আশ্রয় নেয়। এখানে তার বসবাস কিছুদিন স্থায়ী হয়। জমিদারবাবু তারাপদর আগ্রহ দেখে

Scanned with CamScanner

তার শিক্ষা ও পড়াশুনোর ব্যবস্থা করে দেন। শেষে, নিজের একমাত্র কন্যা চারুশশীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। তারাপদ সব জানার পর, আবারও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। প্রকৃতির প্রাণসত্তার সঙ্গে নিজ সত্তার গভীর সংযোগ সে অনুভব করে।

(৩) <u>অভাগীর স্বর্গ:</u> শরৎচন্দ্রের একটি সমাজসচেতনমূলক ছোটোগল্প 'অভাগীর স্বর্গ'। এই গল্পে হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের নিম্নজাতের প্রতি অস্পৃশ্যতা ও অবিচারের এক জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পের নায়িকা অভাগী। সে জাতে দুলে। স্বামীকে ত্যাগ করে চলে গেছে। তার ছেলে কাঙালী। অভাগী ব্রাহ্মণ জমিদার-গৃহিণীর মৃত্যুর পর সৎকারের বিপুল আয়োজন আর 'পুত্রহস্তের মন্ত্রপূতঃ অগ্নির সংযোজনে প্রজ্জ্বলিতা চিতা' দেখে, নিজের জন্যও ওইরকম সৎকার কামনা করে। তার মৃত্যুর পর কাঙালী তার মায়ের শেষ ইচ্ছার কথা জানিয়ে প্রত্যেক বাড়ির দরজায় দরজায় সৎকারের জন্য একটু কাঠ প্রার্থনা করে। কিন্তু, হতভাগ্য দরিদ্র কাঙালীর প্রার্থনা কেউ পূরণ করে না। পরিবর্তে সবাই নানা কটূক্তি করে। লাঞ্ছিত, অপমানিত কাঙালী শেষে নিজের হাতে পাটকাঠি জ্বেলে নদীর চরাতেই মায়ের সৎকারের আয়োজন করে। উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের হৃদয়হীন আচরণের পরিচয় এই গল্পে ধরা পড়েছে।

(৪) <u>প্রাগৈতিহাসিক:</u> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক জৈব বাসনা-নির্ভর গল্প—'প্রাগৈতিহাসিক'। এই গল্প রচনায় লেখক খুব সম্ভবত ফ্রয়েডীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গল্পের নায়ক ভিখু। সে আগে ছিল ডাকাত। এই কাজে তার একটি হাত খোয়া যায়। নিরুপায় হয়ে পুলিশের ভয়ে সে পালিয়ে বেড়ায়। প্রথমে তাকে পেহ্লাদ বাগদী তার বাড়িতে আশ্রয় দেয়। কিন্তু সে পেহ্লাদের বউ-এর প্রতি কুনজর দেয়। ব্যর্থ হয়ে শেষে, পেহ্লাদের সঙ্গে ঝগড়া করে তার বাড়িতে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। এর পরে, সে ভিখিরি হয়ে ভিক্ষা করে। কিন্তু এখানেও, ভিখু নিজের জৈব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। এর ফলে, সে আর-এক বলশালী ভিখিরি বসির মিঞার রক্ষিতা পাঁচীকে দখল করতে যায়। সামনাসামনি যুদ্ধে সে সফল হবে না জেনে গভীর এক রাতে সে দুর্বল বসিরকে হত্যা করে এবং পাঁচীকে সঙ্গে নিয়ে পালায়। এই গল্প ভিখারি-জীবনের বাস্তবতা, মনস্তাত্ত্বিক নিপুণতা এবং তাদের চারিত্রিক গঠনে আধুনিক বাংলা ছোটোগল্পের শিল্পসফলতার পরিচয় দেয়।

প্রশ্ন ১২ **ছোটোগল্প কাকে বলে? উপন্যাসের সঙ্গে এর পার্থক্য কী? একটি সার্থক ছোটোগল্পের রসগ্রাহী বিশ্লেষণ করো।**

[ক. বি. '০২, '০৪ (নতুন পাঠক্রম)]

উত্তর **ছোটোগল্পের সংজ্ঞা:** ১নং প্রশ্নের উত্তরের সংজ্ঞা অংশ দ্যাখো।

উপন্যাস ও ছোটোগল্পের পার্থক্য:

(১) <u>আদি-মধ্য-অন্ত বনাম একমুখিনতা:</u> উপন্যাসে পাওয়া যায় আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত সুসম্বদ্ধ কাহিনি। উপন্যাসে কোনো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ বা কোনো একটি বিশেষ জীবনকে প্রকাশ করার জন্য, একেবারে প্রথম থেকে কোনো কাহিনি শুরু করা হয়। তারপর বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে কাহিনিসূত্র সম্পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ এখানে জীবনের নানা দিকের পরিচয় মেলে। অপরদিকে, ছোটোগল্প গড়ে ওঠে একটি ভাব, বক্তব্য বা প্রতীতিকে কেন্দ্র করে। একমুখিনতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের একটিমাত্র দিক বা অংশ ছোটোগল্পে আলোকিত হয়।

(২) <u>মানবজীবন বনাম মানবেতর প্রাণী:</u> উপন্যাসের বিষয়বস্তু প্রায় সবসময় মানবজীবন নির্ভর। কিন্তু ছোটোগল্পের বিষয়বস্তু মানুষ ছাড়াও প্রকৃতি বা মানবেতর প্রাণীও হতে পারেন। যেমন—প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'সুভা' গল্প বা হাতিকে কেন্দ্র করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'আদরিণী' গল্প।

(৩) <u>কাহিনি-উপকাহিনি বনাম ভাবরূপায়ণ:</u> কাহিনি বিন্যাসের দিক থেকে উপন্যাস ও ছোটোগল্পের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে কাহিনি এবং উপকাহিনি থাকে। যেমন—বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' বা 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বহু উপকাহিনি লক্ষ করা যায়। কিন্তু ছোটোগল্প যেহেতু সংক্ষিপ্ত, তাই সেখানে উপকাহিনি সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই। একটিমাত্র ভাবের প্রকাশই এখানে প্রাধান্য পায়।

Scanned with CamScanner

④ সম্পূর্ণতা বনাম অসম্পূর্ণতা: কাহিনির সমাপ্তি ক্ষেত্রেও উপন্যাস ও ছোটোগল্পের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উপন্যাসে কাহিনির আখ্যান বর্ণনায় পরিপূর্ণতার একটি আস্বাদ থাকবেই। পাঠক সেখানে সম্পূর্ণতার স্বাদ পাবেন। কিন্তু, ছোটোগল্পে কোনো নিশ্চিত সমাপ্তির প্রয়োজন নেই। গল্পের শেষে পাঠকের মনে হবে, 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'। যেমন—রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের শেষ লাইন: 'এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়'।

⑤ চরিত্রের ক্রমবিকাশ বনাম খণ্ডাংশ: উপন্যাসের পরিসর যেহেতু বিস্তৃত, তাই সেখানে চরিত্রের ক্রমবিকাশ দেখানো সম্ভব। কাহিনি ও চরিত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখানোর সুযোগ বেশি। কিন্তু ছোটোগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এত বিশ্লেষণ ও বিস্তৃতির সুযোগ নেই। চরিত্রের যে-কোনো একটি দিক বা জীবনের একটি ঘটনার ওপর ছোটোগল্পে আলোকপাত করা হয়।

⑥ পরিবর্তনশীলতা বনাম বাঁধা ছক: উপন্যাস বা নভেলের আঙ্গিক, একভাবে কোনো ধরাবাঁধা নিয়মের দ্বারা স্থির করা যায় না। এখানে, প্রত্যেক লেখকের প্রকাশভঙ্গি আলাদা ধরনের হয়। আবার একই লেখকের বিভিন্ন উপন্যাসের অঙ্গসংস্থান এক নাও হতে পারে। সেইজন্য, একসময় উপন্যাসে 'Fact'-ই প্রধান হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে 'Fact'-এর গুরুত্ব কমে যায়। এখন এমন কথাও তাই বলা হচ্ছে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে আধুনিক লেখকেরা বুঝতে পেরেছেন—'All that is pre-arranged is false'। নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের গঠনরূপ, এখনও পর্যন্ত নিত্য পরিবর্তনশীল। ছোটোগল্প প্রকাশ করার মধ্যে গল্পকারের একটি বাঁধা ছক থাকে। নাটকের মতো এখানেও প্লটের আদি-মধ্য এবং অন্ত অংশ সংক্ষিপ্তভাবে হলেও উপস্থাপন করা হয়। আবার ছোটোগল্পে কোনো সমস্যা বা সংকট দেখানোর পর, নাটকের মতোই 'ক্লাইম্যাক্স' বা চরম সংকট মুহূর্ত সৃষ্টি করা হয়। এই ক্লাইম্যাক্সের পর অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে কাহিনি এগোয়। শেষের অংশ বা উপসংহারে পৌঁছে, সার্থক ছোটোগল্প পাঠকমনে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে।

⑦ ভাষার স্বাধীনতা বনাম ইঙ্গিতময়তা: ভাষা-ভঙ্গিমার দিক থেকেও নভেল এবং ছোটোগল্পের মধ্যে পার্থক্য আছে। পাঠকমনকে সচেতন ও আগ্রহী করে তোলার জন্য গল্পকার শব্দ নির্বাচন করে, ইঙ্গিতধর্মী ভাষা ব্যবহার করেন। গল্পকারের এই সচেতন প্রয়াসের কথা মনে রেখেই, এডগার অ্যালান পো পাঠককে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন—'In his very initial sentences tends not to outbringing of this effect then he has failed in his first step'। সেইজন্য, ছোটোগল্পের ভাষায় প্রতীক বা ব্যঞ্জনা প্রাধান্য পায়। সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল পাঠককে ভাষার মধ্যে লুকোনো অর্থ খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে, এ ধরনের সদা সতর্কতার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে অনেক মহৎ উপন্যাস, ভাষাশিল্পের অনুকূলে মূল্যবান হয়ে ওঠে। যেমন—রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি।

● **একটি ছোটোগল্পের রূপধর্মী আলোচনা:** রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর ছোটোগল্প 'মধ্যবর্তিনী'। এই গল্পের প্রথম দিকে আছে মধ্যবিত্ত বাঙালি দাম্পত্যজীবনের এক সুন্দর সুখী চিত্র। গল্পের নায়ক নিবারণ। খাওয়া, শোওয়া, অফিসে যাওয়ার সময় পান খাওয়া প্রভৃতি সমস্ত কাজে স্ত্রী হরসুন্দরীর সেবায় তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল সর্বাঙ্গীণ সুন্দর। নিবারণ নিজেও একাধিকবার তার প্রতি স্ত্রীর অনুরাগের কথা জানিয়েছে। কিন্তু সুখ-শান্তি সত্ত্বেও নিবারণ-হরসুন্দরীর কোনো সন্তান ছিল না। আর সেই অভাব পূরণের জন্যই হরসুন্দরী নিবারণকে বারবার পুনর্বিবাহের জন্য অনুরোধ করে। নিবারণ প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও, শেষে রাজি হয়। হরসুন্দরীর উদ্যোগে প্রায় এক কিশোরী বালিকাকে নিবারণ বিয়ে করে। এর পর থেকে সংসারজীবনে অশান্তি দেখা দেয়। কারণ, নববিবাহিতা কিশোরী বধূ শৈলবালা নানা কাজে তার অনিচ্ছা ও একগুঁয়েমি মনোভাব দেখায়। হরসুন্দরী তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেয়। স্নেহসুলভ ক্ষমাশীলতায়, তার সব আচরণকে সহনীয়ভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, নিবারণও তার নববিবাহিতা স্ত্রীর চাহিদা পূরণের জন্য নানাভাবে অর্থ ব্যয় করে। এইভাবে একদিন নিবারণ অফিসের কাশ

Scanned with CamScanner

করে এবং কোনোক্রমে গয়নাগাটি বিক্রি করে চুরি করা অর্থ শোধ করে। কিন্তু তার চাকরি চলে যায়।

নিবারণ তার দুই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এক অন্ধকার গলির মধ্যে ছোটো স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সেখানে শৈলবালা অসুস্থ হয়ে পড়ে। হরসুন্দরীর সেবা-যত্ন সত্ত্বেও সে মারা যায়। তারপর একদিন আবার হরসুন্দরী ও নিবারণ পুনরায় পাশাপাশি শয়ন করে, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।

সমগ্র গল্পটি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রধানত, বর্ণনামূলক রীতিতে গল্পটি লেখা হয়েছে। তবে, চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সংলাপও ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, সংলাপে আত্মকথনের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন, দ্বিতীয় বিয়ের অনুরোধে নিবারণের উক্তি—"বুড়া বয়সে একটি কচি খুকিকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিব না।" গল্পের মধ্যপর্বে এবং শেষাংশে দেখা গেছে নিবারণ তাঁর বালিকা স্ত্রী শৈলবালার মন জয়ের চেষ্টা করেছে।

এই গল্পের ভাষা বিভিন্ন স্থানে অলংকারের সহায়তা বা ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। যেমন, "দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ রক্তহীন পাণ্ডু কলেবরে হরসুন্দরী সেদিন শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো একটি শীর্ণ রেখামাত্র ছিল" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। অথবা, নিবারণের মনের দুর্বলতা বোঝাবার জন্য ব্যাখ্যা—"এক-একজন লোক স্বপ্নাবস্থায় নির্ভীকভাবে অত্যন্ত সংকটের পথ দিয়া চলিয়া যায়, মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে না" (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

'মধ্যবর্তিনী' গল্পটির নামকরণ তাৎপর্যময় এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হরসুন্দরী এবং নিবারণের দাম্পত্যজীবনে যে ছন্দ কখনোই আগের অবস্থায় ফিরে আসবে না তা এই নামকরণের মধ্য দিয়েই বোঝা যায়। হরসুন্দরীর মনে নিবারণ সম্পর্কে বিশ্বাস ও ভালোবাসা নষ্ট হয়ে গেছে। অন্যদিকে, নিবারণও শৈলবালার কথা কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। দুজনের সম্পর্কের মধ্যে সেতুহীন দূরত্ব শৈলবালা তার অদৃশ্য উপস্থিতির মধ্যেই সৃষ্টি করে গেছে। এইভাবে, এক গভীর দুঃখ বা ট্র্যাজেডির মধ্যে গল্পের কাহিনিটি শেষ হয়েছে। তার এই সমাপ্তির মধ্য দিয়েই গল্পটি তাদের সম্পর্কের পরিণতির জন্য পাঠকমনে প্রশ্নের আলোড়ন তোলে।

Scanned with CamScanner